দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

36

মোহাম্মদপুরে মাদ্রাসায় দু'গ্রুপের সংঘর্ষে শিক্ষকসহ আহত ১০

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

সোমবার গভীর রাতে ৮৮/এ, শেরশাহসুরী রোড মোহাম্মদপুর-এর একটি মাদ্রাসায় দু'দলের ব্যাপক সংঘর্ষে ২ জন শিক্ষকসহ ১০ জন আহত হয়েছে। মাদ্রাসায় দু'গ্রুপের প্রাধান্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এ ঘটনায় দু'গ্রুপই পরস্পরকে দায়ী করে মোহাম্মদপুর থানায় দু'টি মামলা দায়ের করেছে। একটি মামলার বাদী বায়তুল ফালাহ ইসলামিয়া হাফেজিয়া ও নূরানী মাদ্রাসার সহশিক্ষক হাফেজ মাওলানা তালহা। অপর মামলার বাদী মাওলানা নাসির উদ্দিন। এ সংঘর্ষের ব্যাপারে মোহাম্মদপুর থানা সূত্রে জানা যায়, এটি হচ্ছে মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের। এলাকার কোন ব্যাপার নয়। সহশিক্ষক তার অভিযোগে উল্লেখ করেন, রাতে তারাবীহ নামাজ পড়ার সময় এলাকার কিছুসংখ্যক সন্ত্রাসী নামাজের

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

মোহাম্মদপুর মাদ্রাসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যাঘাত ঘটায়। নামাজ শেষে পরে রাস্তায় গিয়ে একটি ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মাদ্রাসায় আনা হয়। এর সাথে সাথে সেতু, রাজু, শিপু, সেলিম, লাবু মিয়া, নাসিরসহ ১০/১৫ জন লোক মাদ্রাসায় হামলা চালায়।

অভিযোগে বলা হয়, সেতু সাহেব কারী আবদুর রহিম (প্রধান শিক্ষক)-কে বেদম প্রহার করে জোরপূর্বক ঘর থেকে বের করে দেয়। এ সময় কারী সাহেব 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চিৎকার দেন। এ সময় সেতু সাহেব তাকে গুলী করেন।

এদিকে মাদ্রাসার প্যাডে এলাকাবাসীর পক্ষে জনৈক ডাঃ আবদুল আহাদ চৌধুরী সেতুর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেন। গতকাল দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে তারা একটি প্রতিবাদ সভারও আয়োজন করে। অপরদিকে ৮৮/এ, শেরশাহসুরী রোড মোহাম্মদপুর-এর ঠিকানা সম্বলিত প্যাডে বাইতুল ফালাহ ইলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার পক্ষে মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মোঃ নূরুল ইসলাম ও সেক্রেটারী মোঃ সেলিম আহাম্মদ বলেন, রাত সাড়ে ১০টায় বাইতুল ফালাহ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার দু'জন শিক্ষক মোঃ নাসির ও মোঃ আতাউর রহমানকে মাদ্রাসার বহিষ্কৃত শিক্ষক কারী আবদুর রহিম ও তার দলবল রুমের মধ্যে আটক করে ছুরি দিয়ে জবাই করতে যায়। তার চিৎকারে উপস্থিত লোকজন ও মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান তাদের উদ্ধার করেন। তারা কারী আবদুর রহিমকে থানায় সোপর্দ করেন।